30 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

...রণ করে দিতে

বাড়বে না কোনদিন। আর এ সমস্যা দিন দিন আকাশচুম্বী হবে। অধ্যক্ষ গাঙ্গুলি বলেন, সব ধরনের জিপিএধারীকে সব ধরনের কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাময়িকভাবে সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব।

রাজধানীর একে স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া বলেন, গ্রামের কথা দূরে থাক, এই ঢাকা শহরেই অনেক কলেজ আছে যারা শিক্ষার্থী পায় না। এর কারণ কী? কারণ হল তারা শিক্ষার্থী আকর্ষণ করতে পারছে না। এর মানে এই নয় যে ওইসব কলেজে খারাপ শিক্ষক রয়েছেন। প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতা আর ব্যবস্থার উন্নয়ন। অধ্যক্ষ ভূঁইয়া বলেন, সরকারের উচিত হবে ভালো কলেজগুলোকে আসনের কোটা করে দেয়া যে তারা কত ভাগ জিপিএ-৫, কত ভাগ এ গ্রেড বা অন্যান্য জিপিএধারী ভর্তি করতে পারবে। এভাবে কোটা ব্যবস্থা করে দিলে তখন সব ধরনের কলেজের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে ভালো ফল করানোর মধ্যে কৃতিত্ব নেই। কোটা করে দিলে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় আসবে। বাড়বে ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। তিনি ভালো প্রতিষ্ঠান বাড়াতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করারও পরামর্শ দিয়ে বলেন, অধিকাংশ কলেজে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা সব সরকারের আমলেই। সংসদ সদস্য বা তার ঘনিষ্ঠজনরা কলেজে সভাপতি বা সদস্য হয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন সুবিধা খোঁজেন। ফলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। তিনি বলেন, সরকারকেই বলতে হবে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কোন কাজ নেই। সভাপতি করতে হলে সাবেক অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদের মধ্য থেকে করা হোক। এটা নিশ্চিত হলে ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এমনিতেই বাড়বে।

বদরুন্নেসা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সেতারা বেগম বলেন, কলেজকে যদি আকর্ষণীয় করতে হয়, তাহলে প্রথমেই দরকার সিস্টেমের উন্নয়ন। ভালো বলে পরিচিত কলেজগুলো যে সিস্টেম অনুসরণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তা অন্যদেরও অনুসরণ করতে হবে।

শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ বলেন, বিদ্যুতের সমস্যার মতোই শিক্ষা সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় বর্তমানের বিদ্যুৎ সমস্যার মতো এক সময় শিক্ষা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে। ভালো কলেজগুলোর সিস্টেম অন্য সব কলেজে ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারি কলেজে শিক্ষকদের ছয়দিন গমন নিশ্চিত করতে হবে।

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক আবু মোস্তফা কামাল বলেন, যেভাবে আর যে কারণেই হোক জিপিএ-৫ এর বন্যা বয়ে গেছে। আসন্ন ভর্তি সমস্যা মোকাবেলায় স্কুলের সঙ্গে কলেজ খোলা, কলেজ থাকলে সেখানে মানোন্নয়ন আর দু'শিফট খোলা ও আসন বৃদ্ধি করতে হবে।

অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক ও বুয়েটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনির বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, অমুক কলেজে ভর্তি হলে ছেলেমেয়ের ভালো ফল নিশ্চিত- অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্ট এ ধারণা দূর করতে হবে। আর এটা দূর করার প্রধান উপায় বিদ্যমান কলেজগুলোকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলবে হবে।

অভিভাবক শফিকুর রহমান বলেন, প্রত্যেক অভিভাবক যেন তার সন্তানকে মেধা অনুযায়ী পছন্দের কলেজে ভর্তি করতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমার সন্তান গ্রাম থেকে জিপিএ-৫ লাভ করেছে। আমরা সুযোগ চাই।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবার জিপিএ-৫ লাভ করা ছাত্রী ফাইজা তাসনিম বলেছে, আমাদের ফলাফলে সবাই খুশি হয়েছে। কিন্তু ভর্তি নিয়ে এখন টেনশন। গুটিকয়েক কলেজের দিকে নজর থাকায় চান্স না পাওয়া সবাই হতাশায় পড়ে। প্রত্যেক জেলায় ভালো কলেজ হলে আর যেখানে স্কুলের সঙ্গে কলেজ রয়েছে, সেখানে যদি নিজস্ব শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় তবে আর সমস্যা থাকে না বলে তার মন্তব্য।